গাংনীতে মাদক ও ডাকাতির মামলায় ৪ আসামি গ্রেফতার

গত ১২ ঘন্টার অভিযানে ৪ ডট মাদকসহ ডাকাতি মামলার ১ আসামিসহ নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

৪ টি মাদক ও ডাকাতি মামলাসহ ৫ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার কল্ল্যাণপুর গ্রামের সামসুদ্দিনের ছেলে শরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শরিফুল ইসলাম এলাকার একজন শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। তার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পুলিশের দায়ের করা ৪ টি মামলা রয়েছে।

তার নামে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের হওয়া মামলা নং ৯, তারিখ ১৬/১০/১৮, ডাকাতি মামলার সন্দেহভাজন আসামি যার মামলা নং ১/১৪৯, তারিখ ০১/০৭/২০২২ ইং, ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর ৩(খ)/১৯(৪) ধারায় দায়ের করা মামলা নং ২১, তারিখ ২৭/১০/২০২২, একই আইনে দায়ের হওয়া মামলা নং ৯, তারিখ ১৬/১০/২০১৮।

গ্রেফতারকৃত অপর আসামিরা হলেন, মারিমারির অভিযোগে প্রতিপক্ষের দায়ের করা গাংনী থানার মামলা নং ১৮, তারিখ ১৮/০৯/২২ আসামি বাদিয়াপাড়া গ্রামের মৃতু হারেজ আলীর ছেলে আলাদিম হোসেন, অপর একটি মারামারির অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃতু আব্দুস সাত্তারের ছেলে হাসান মিয়া (৫৫) ও শহিদুল ইসলামের ছেলে টুটুল হোসেন।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতভর আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের

মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬টি সোনার বারসহ ২ জনকে আটক

ভারতে পাচারকালে ৪৭ লাখ টাকা মূল্যের ৬টি সোনার বারসহ ২ পাচারকারীকে আটক করেছে মেহেরপুর পুলিশ।
বুধবার ভোর পৌণে ৬ টার দিকে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার এলাকার শিব মন্দিরের সামনে সদর থানা পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, নারায়নগঞ্জের বন্দর এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে মাসুদ রানা (২৪) ও ঢাকার ১৮ নয়াতলা-মগবাজার এলাকার শেখ আশরাফুল কবীরের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা (৪০)। উদ্ধারকৃত সোনার বারের মূল্য ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম জানান, আটকরা ঢাকা থেকে বাসে করে এসে নেমে মেহেরপুর শহর হয়ে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডের উদ্দ্যেশে রওনা দেয়। শহরের বড় বাজার এলাকার শিব মন্দিরের সামনে সদর থানার টহল পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ফরিদ ও এএসআই মিঠুনের সামনে পড়লে তাদের দেখে সন্দেহ হয়।

পরে তাদের শরীর তল্লাশী করলে থেকে কালো কসটেপ মোড়ানো ৬টি সোনার বার উদ্ধার হয়। তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারা মেহেরপুর সীমান্তের একজন ইউপি সদস্যের মাধ্যমে ভারতে পাচারের উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন তারা। তবে তদন্তের স্বার্থে ওই ইউপি সদস্য নাম বলা যাচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন, এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান পালু আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রথম চেয়ারম্যান ও জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি খন্দকার আমিরুল ইসলাম পালু (৭৯) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বুধবার ভোর ৫টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ডায়োবেটিস, কিডনিসহ ক্রনিক সিওপিডিতে ভুগছিলেন। শহরের তাঁতীপাড়ার নিজ বাসভবনে অসুস্থ অবস্থায় দিন যাপন করছিলেন। কয়েকদিন আগে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো।

খন্দকার আমিরুল ইসলাম পালু মেহেরপুর পৌরসভার ২ বার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ছিলেন।

খন্দকার আমিরুল ইসলাম পালুর ভাতিজা রাজন খন্দকার জানান, আজ বুধবার বাদ আসর জানাযা শেষে শেখপাড়া পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে ভারতীয় গরুসহ আটক ১

মেহেরপুরে ভারত থেকে চোরাইপথে আনা দুই টি গরুসহ নাহিদ হুসাইন
(৩৩) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে সদর উপজেলার

সীমান্তবর্তি বাড়িবাঁকা গ্রামের দাশপাড়া এলাকা থেকে চোরাইপথে আনা ২ টি গরুসহ নাহিদ হুসাইনকে আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমান,

এএসআই শাকিল খানসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দুটি গরু সহ তাকে আটক করেন। গরু দুইটির আনুমানিক মূল্য দেড় লাখ টাকা বলে জানা গেছে।

এঘটনায় সদর থানা পুলিশ বাদী হয়ে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৪-বি/২৫ ডি ধারায় নাহিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নং ৪৫, তারিখ ২৬/০৯/২০২২ ইং।

মামলার আসামি নাহিদ হুসাইনকে মঙ্গলবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ যুবক আটক

জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৫০ পিচ ইয়াবাসহ আফাজুল ইসলাম (২৬) এক যুবককে আটক করেছে।

আজ মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের ডলার ব্রিকসের সামনে পাকা রাস্তা থেকে তাকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আফাজুল ইসলাম শোলমারী গ্রামের ক্যাম্প পাড়া এলাকার তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক(এসআই) জুম্মান খান, এসআই কাজী মহসিন, এএসআই মাসুদ ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

ডিবি পুলিশের ওসি সাইফুল আলম বলেন, ইয়াবার একটি চালান যাচ্ছে এমন

সংবাদের ভিত্তিত্বে সেখানে অভিযান চালিয়ে আফাজুল ইসলা কে ১৬০ পিচ ইয়াবাসহ আটক করা হয়েছে।

ইয়াবাসহ আফাজুল ইসলামকে গ্রেফতারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ যুবক গ্রেফতার

৩ গ্রাম হেরোইনসহ রাজু আহম্মেদ (২৮) নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে সদর উপজেলার চাঁদবীল গ্রামের আনকমন কপি হাউজের সামনে থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে পুলিশের টিমটি তাকে আটক করেন।

আটক রাজু আহম্মেদ সদর উপজেলার চাঁদবীল গ্রামের মৃতু সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসআই সুমন আলী জানান, আনকমন কপি হাউজের সামনে হেরোইন বেচা কেনা হচ্ছে এমন সংবাদের সেখানে অভিযান চালানো হয়। এসময় রাজু আহম্মেদকে আটক করে তার কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটক রাজু আহম্মেদকে আদালতে প্রেরণ করার প্রস্তুতি চলছে।

কাথুলী ইউনিয়নের মেম্বর আবু হানিফ আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ড সদস্য গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা আবু হানিফ (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ সোমবার কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গত শনিবার ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে পরিবারের সদস্য তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেলর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আবু হানিফ গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে। তিনি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও গাড়াবাড়ীয়া অন্তিম শান্তি নিবাস কবর স্থানের উন্নয়ন কাজের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসেহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার এ অকাল মৃত্যুতে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা মরহুমের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জানাযা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে দুটি মোটরসাইকেল মুখামুখি সংঘর্ষে ৪ জন আহত

মেহেরপুর জেলার কালিগাংনী মাঠের মধ্যে দুটি মোটরসাইকেল সাথে মুখামুখি সংর্ঘষে তিন জন মারাত্মক আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের জমসেদের ছেলে আশকারুল ইসলাম(৩৫), একই গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে তোহিরুল ইসলাম(৩০) ও কালিগাংনী গ্রামের মন্টু মিয়ার ছেলে এমদাদুল হক ওরফে হৃদয় (২৫)।

সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌণে ১০ টার সময় গাংনী-কাথুলি সড়কের কালিগাংনীর মাঠের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এদের মধ্যে আশকারুল ইসলাম ও তোহিরুল ইসলামকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তাদের দুজনের অবস্থা খারাপ হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এছাড়া এমদাদুল হক হৃদয়কে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করনে। পরে তার অবস্থাও অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
সোমবার সকালের মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের গাংনী উপজেলায় পুড়াপাড়া নামক স্থানে বাসের সাথে ধাক্কায় ইনজামুল হক (২১) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন।
আহত ইনজামুল হক (২১) মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের আসাদুজ্জামানের ছেলে।ইনজামামুল হককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:
আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার বিএনপি কর্মীদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। “হটাও ওয়ার্কাসর্, বাঁচাও বিএনপি” শ্লোগান দিয়ে তখন বিএনপির অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ান ইলেভেনের সময় জেলা বিএনপির তৎকালিন নেতৃত্ব দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেও মুল ধারার বিএনপি নেতা কর্মী ও ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভক্ত তৈরী হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই বিভক্তি প্রকট আকারই রয়ে গেছে। দলের মুল নেতৃত্ব আলাদা অফিস নিয়ে এখনো রাজনীতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মেহেরপুর জেলা, উপজেলাগুলো, পৌর এবং ইউনিয়ন কমিটি গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পুর্নগঠণ না হওয়ায় মুল ধারার বিএনপি’র অনেক নেতা কর্মীই এখন নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন।
এছাড়া জেলা বিএনপির যে কমিটি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিচিতি মিটিং পর্যন্ত করতে পারেনি। এমনকি নির্বাহী কমিটির কোনো মিটিং এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। যেটা কেন্দ্রীয় কমিটি অবগত আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আন্দোলন সগ্রামে দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা কতটুকু আছে?
আলমগীর খান ছাতু: ওয়ান ইলেভেনের পর দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের সুসংগঠিত করে অদ্যবধি মাঠের রাজনীতি করছি। এছাড়া দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা সকল আন্দোলন সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে চলছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মেহেরপুরে ঘরোয়া মিটিং ও বৈঠক ছাড়া রাজপথের

কোনো আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের দেখা যায়না কেনো ?
আলমগীর খান ছাতু: প্রশাসন প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ানোর কারণেই বিএনপির সকল আন্দোলন সংগ্রাম ঘরে করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দলের একটা গোষ্ঠী আওয়ামীলীগের সাথে ব্যালেন্স রাজনীতি করার কারণেও বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম এই জেলাতে গড়ে তোলা সম্বভ হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু কর্মসূচী বাইরে করা হয়েছে। আগামীতে দলীয় সকল কর্মসূচী রাজপথেই করা হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ? আলমগীর খান ছাতু: নির্বাচন আমাদের মুল লক্ষ না। এখন দলের মুল লক্ষ সরকার পরিবর্তন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী পুরুণ। তত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল আপনাকে মনোনয়ন দিলে বিভক্তি কাটিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?
আলমগীর খান ছাতু: দল যাবে ধানের শীষ দেবে তৃণমুল থেকে জেলা পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-
আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল

চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ডাকাতি ও চুরি মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী পুলিশের পৃথক অভিযানে ডাকাতি ও চুরির মামলার দুই আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রনি আহম্দে ও একই উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ছুরমান আলীর ছেলে নুরুল ইসলাম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম গতকাল রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামি গ্রেফতার করেন।

এদের মধ্যে নুরুল ইসলাম বামন্দী-দেবিপুর সড়কের রাস্তায় গাছ ফেলে গণডাকাতির মামলার সন্দেহভাজন আসামি ও রনি আহমেদ কাজিপুর এলাকার একটি চুরির মামলার আসামি।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে বামন্দী-দেবিপুর সড়কে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় বামন্দী পশ্চিমপাড়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে

রনি বাদী হয়ে ১০/১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ৩৬. তারিখ ২৫/০৯/২০২২ ইং। এমামলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে নুরুল ইসলামকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করেন।
এছাড়া রনি আহমেদ গাংনী থানার মামলা নং ২৫, তারিখ ২৫/০৯/২০২২ মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।